ইসলামিক ফাউন্ডেশন’র দাফন কমিটির

ঝিনাইদহে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মো: দরবার আলী (৮০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামের আক্কেল আলীর ছেলে।
ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমানের নির্দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান এর সার্বিক তত্ববানে বৃহস্পতিবার মহিষাকুন্ডু পঞ্চগ্রাম গোরস্থানে তার দাফন করা হয়েছে। দাফন কাফনের কাজ করেন উপজেলা ভিত্তিক দাফন কমিটির সদস্য ও মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক মাওঃ শাহিনুর আলম। মৃত মো: দরবার আলী একজন মুদি দোকানদার ছিলেন। ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, গত ০৩ এপ্রিল শনিবার অসুস্থ হয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে সদর হাসপালে ভর্তি হন। ওই দিনই তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে তিনি মারা যান।
আজ পর্যন্ত ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত ও করোনা উপসর্গ মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন সম্পন্ন করলো ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ঝিনাইদহে জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মাস্ক পরিধান করুন নিরাপদ থাকুন,সুস্থ থাকুন। এই স্লোগান সামনে রেখে
ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জনসাধারণের মাঝে বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহে সদরের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ ও এসময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা করোনার সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান চালান। ওই সময়

উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল সহ ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহ ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ বলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসাধারণের মাঝে প্রচারণা চালানো হয়েছে। পাশাপাশি বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।
এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।
অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, চলতি খরিপ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫’শ কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি ব্রী ধানের বীজ ও ৩০ কেজি রাসায়নিক সার প্রদাণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রতারক বুরহান উদ্দিন গ্রেফতার

ঝিনাইদহে ভালোবাসার ফাঁদ পেতে এক নারী উন্নয়ন কর্মীকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে ১১ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে বুরহান উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রতারণা ও নির্যাতনের শিকার নাজনীন সুলতানা বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করলে গত মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত প্রতারক বুরহান উদ্দিন উপজেলার কালীচরণপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে।

নাজনীন সুলতানা জানান, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ প্রেমের ফাঁদে ফেলে

তাকে বিয়ে করে বুরহান উদ্দিন। বিয়ের পর কিছুদিন তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল।

শহরের হামদহ ঘোষপাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। নানা ভাবে নাজনীনকে ভুলিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় ১১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন বুরহান।

স্ত্রী নাজনীনের টাকা নিয়ে শহরের মুন্সী মার্কেটে এআর বস্ত্র বিতান নামের একটি দোকানও চালাচ্ছেন বুরহান। টাকা নেওয়ার পর আরও টাকা দাবী করেন বুরহান। টাকা দিতে না পারলে নাজনীনকে নানা ভাবে নির্যাতন শুরু করেন। টাকা না দিলে গত ১৬ মার্চ তাকে মারধর করেন বুরহান।

উপায় না পেয়ে নাজনীন সুলতানা বাদী হয়ে বুরহান উদ্দিনসহ ৩ জনকে আসামী করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

নাজনীন সুলতানা বলেন, মামলা দায়েরের পর প্রধান আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গুরুতর অসুস্থ নূর এ আলম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, ৬ দফা, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক নুর এ আলম সিদ্দিকী গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাকে বুধবার থাইল্যান্ড নেওয়া হচ্ছে বলে পরিবার জানিয়েছে।

নূরে আলম সিদ্দিকীর ছোট ভাই বাসের আলম সিদ্দিকী জানিয়েছেন, তার বড় ভাই এক সপ্তাহ ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন। ডায়বেটিস, হার্টের সমস্যাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা রয়েছে তার।

নূর এ আলম সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুজিব বাহিনীর নেতা ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপিও ছিলেন। তিনি যশোর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। নূরে আলম সিদ্দিকীর

বড় ছেলে তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য।

কোটচাঁদপুরে সরকারি নির্দেশনা মানতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন, লকডাউনে অনিহা সাধারণ ব্যবসায়ীদের

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনায় লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থানে উপজেলা প্রশাসন।
সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী লকডাউন নিশ্চিত ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আদেশ অমান্য করায় অনেককে করা হচ্ছে জরিমানা।

লকডাউনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন সরকারি নির্দেশনা (লকডাউন) বাস্তবায়নে উপজেলার সাফদারপুর বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্দেশ অমান্য করায় এক কাপড় ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এরপরও লকডাউনে অনিহা প্রকাশ করছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা।

নির্বাহী অফিসার জানান, কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় থানা পুলিশ কাজ করছে। মহামারি করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

সেই সাথে জন-সাধারণের লকডাউন মেনে বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের

না হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে বলে জানান নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, সাফদারপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই অজিয়ার রহমান, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন সহ পুলিশ ও আনসার সদস্য।
এদিকে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকলেও লকডাউনের আওতার মধ্যে থাকা অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসছেন।

ঝিনাইদহে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের হার, লকডাউন মান্তে নারাজ ব্যবসায়িরা

ঝিনাইদহে দ্রুত গতিতে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের হার কিন্তু ব্যবসায়ীরাসহ, সাধারণ মানুষ লক ডাউন মানতে অনিহা প্রকাশ করছে।

৬ তারিখ মঙ্গলবার ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে নতুন ৫২টি নমুনার ফলাফল এসেছে যার মধ্যে ২৩জন আক্রান্ত বলে জানা জানা গেছে। ঝিনাইদহে এ পর্যন্ত মোট ১১১০০নমুনা পরীক্ষা করে আক্রান্তে সংখ্যা ২৫০৫জন। বেশ কিছু দিন নমুনা পরীক্ষা এবং আক্রান্ত দ্ইু’ই কম ছিল কিন্তু গত ৪/৫ দিন এর সংখ্যা বেড়ে কয়েকগুণ হয়েছে।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসের তথ্যমতে উপজেলা ভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা সদরে নতুন ১৩ জনসহ মোট ১৩১৯ জন, কালীগঞ্জে নতুন ১ জনসহ ৫০০ জন, শৈলকূপায় নতুন ৩ জন সহ ২৯৩জন, কোটচাদপুরে নতুন ১ জনসহ ১৫০ জন, হরিনাকুণ্ডতে নতুন ৫ জনসহ ১৩৬জন এবং মহেশপুরে মোট ১০৭ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু বরণ করেছে ৪১ জন, এর মধ্যে সদরে- ২৭, কালীগঞ্জে- ৬, শৈলকূপায়- ৫, কোটচাঁদপুরে- ২ এবং হরিনাকুণ্ডে- ১ জন।

ঝিনাইদহে লকডাউন কার্যকর ভাবে পালন করতে মাঠে প্রশাসন, পুলিশ,

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকরা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ঝিনাইদহের ব্যবসায়ীরা সারাদেশের ন্যায় লকডাউন বিরোধী অবরোধ, মানববন্ধন না করলেও সরকারের এই লকডাউন সিদ্ধান্তের প্রতি অনিহা প্রকাশ করছেন। তবে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্যবসায়ীদের লকডাউন বিরোধ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শহরের বাইরের হাট বাজার গুলোতে লকডাউন এবং স্বাস্থ্যবিধি সামান্যও মানা হচ্ছেনা। কাঁচা বাজার ও গরু ছাগলের হাটে মাস্ক না পরা লোকের সংখ্যায় বেশী, সেখানে কোন প্রশাসনের তদারকি নেই এমনকি হাট মালিকদের পক্ষ থেকেও স্বাস্থ্য বিধি মানার ব্যাপারে কোন মাইকিং করা হচ্ছে না। মঙ্গলবার উপজেলার বৈডাঙ্গা পশু হাটে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে লকডাউন কার্যকর করতে আমরা যথাযথ কাজ করে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর হবো।

রোহানিয়ার পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন ঝিনাইদহের মেয়র

জুয়েল,ঝিনাইদহ

কোটচাঁদপুর উপজেলার কুশনা গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান রোহানিয়া আক্তার(১৯) ময়নসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরিক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। বাবা রুহুল আমিন একজন হতদরিদ্র কৃষক মা নাসিমা খাতুন একজন গৃহিনী। ৩ বোন ও ১ ভায়ের পরিবারে রোহানিয়া ২য় কন্যা। কুশনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পান, শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে এস এস সি পরিক্ষায় পান জিপিএ
৫। সরকারি কে এম এইচ কলেজ থেকে এইচ এস সি পরিক্ষায় পান জিপিএ ৫। এইচ এস সি পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধে সারা বাংলাদেশের মধ্যে ৮৮০ সিরিয়ালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ করে নেন। দাদির অপারেশন টেবিলে মর্মান্তিক মৃত্যুর গল্প শুনে তিনি ছোটবেলা থেকে ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখেন এবং তা আজ

বাস্তবায়নের পথে। বড় বোন রুমা খাতুন যশোর এম এম কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে টিউশনি করিয়ে পরিবারের দেকভাল করেন। ঝিনাইদহ জেলা কৃষক লীগের সেক্রেটারি আশরাফুল আলম আজ ঝিনাইদহ পৌরসভায় মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু মহদয়ের নিকট রোহানিয়াকে নিয়ে আসেন এবং সকল গল্প শুনে মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু মেধাবী শিক্ষার্থী রোহানিয়ার মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি ও পড়াশোনার দায়িত্ব নেন সেই সাথে সকল সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন কে কি রাজনীতি করে সেটা আমি দেখি না অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রশান্তির স্থান থেকেই সহযোগিতা করি।

ঝিনাইদহে সপ্তাহ ব্যাপি কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ মাঠে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত লকডাউন চলছে, সারাদেশে সোমবার (৫ এপ্রিল) সকাল থেকে সাতদিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে স্থানীয় ও দুরপাল্লার সকল প্রকার গণপরিবহন। কমেছে সড়ক-মহাসড়কের মানুষের চলাচল। সকাল থেকেই বন্ধ রয়েছে দোকান-পাট। নিত্যপ্রয়োজনী পণ্য, ঔষধসহ কিছু কিছু দোকান-পাট খোলা রাখা হয়েছে। এদিকে লকডাউন কার্যকরে মাঠে নেমেছে জেলা পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। শহরের আরাপপুর, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। বিনা কারণে বাইরে আসা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দু’একটি চলা ইজিবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ঝিনাইদহতে প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবং বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধে সোমবার থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহ ব্যাপি লকডাউন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় দিনে কঠোর ভাবে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মোঃ মুনতাসিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বিভাগ মাঠে নেমেছে।
লকডাউন কালে জনসাধারণকে নিজ ঘরে নিরাপদ রাখতে মাঠে নেমেছে জেলা

পুলিশ বিভাগ। প্রথমদিন সোমবার এবং দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্পটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে ও বিনা প্রয়োজনে মানুষকে বাড়ির বাইরে বের না হতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বিভাগ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তর রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের লক্ষে ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দ ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে (মার্কেট, বাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেস্টুরেন্ট, ফার্মেসি) মনিটর করেন। সকলকে মাস্ক পরতে উদ্ভুদ্ধ করেন,স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আহ্বান জানান,অপ্রয়োজনীয় লোকজন ঘোরাফেরা করছে কিনা,দোকান খোলা আছে কিনা সেসব বিষয়ে মনিটর করেন।পাশাপাশি চেকপোস্টের কার্যক্রম তদারকি করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন কার্যকরে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং জরুরি কাজ ছাড়া বের না হওয়ার সরকারি নির্দেশ থাকলেও তা মানচ্ছেন না সাধারণ উৎসুক জনতা। স্বাভাবিক দিনের মতোই লোকজন দিব্যি আরামে ঘুরাফেরা করছেন। তাদের অনেকের মুখেই নেই মাস্ক। সরকারের নির্দেশনা ও মাস্ক পরা নিশ্চিত করণ, স্বাস্থ্যবিধি সহ সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য জনগনকে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া ভ্রাম্যমান আদাতের অভিযান চলছে। লকডাউন কার্যকর করতে জেলা পুলিশ বিভাগ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।এর পরও কেউ সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এরফানুল হক চৌধুরী বলেন, সকাল থেকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হচ্ছে। ১৮ দফা নিদের্শনা না মানায় সকালে বেশ কয়েকটি খাবারের দোকানে জরিমানা করা হয়েছে। নির্দেশনা না মেনে যারা শহরে ঘোরাঘুরি করবে তাদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।